secular site for Atheists, Agnostics, free-thinkers, rationalists, skeptics, humanists of Bangladesh and other south Asian countries. http://www.mukto-mona.com

ধর্ম ও শান্তি

বশীর আল্‌হেলাল

আমরা অনেকেই ধর্মসংক্রান্ত আলোচনা এড়িয়ে চলি। এর কারণ কী? কারণ ধর্ম স্পর্শকাতর জিনিস। ধর্মসংক্রান্ত কোন কথায়, কোন মন্তব্যে, কোন ধর্মবিশ্বাসী কখন আহত হন, দুঃখ পেয়ে বসেন, আপত্তি করেন, বলা যায় না। যে ধর্মকে যারা যেভাবে অনুসরণ ও পালন করেন সেই ধর্ম তাদের কাছে সেই রকম গভীরভাবে পবিত্র। অনেক ধর্মবিশ্বাসীর রক্তের মধ্যে থাকে তার ধর্ম। ধর্ম কারো যুক্তিগত বিশ্বাস নাও হতে পারে, ধর্ম তাদের বিশ্বাসগত বিশ্বাস। তাই তোমার ধর্মে কেন এই আছে, কেন ওই আছে, কেন এই নেই, ওই নেই, আমরা সেটাকে তর্কের বিষয় করি না। ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত, সম্প্রদায়গত অধিকার। এক্ষেত্রে বড় ধর্ম, ছোট ধর্মের ভেদ করা হয় না। এটাই এখন বিশ্বজুড়ে প্রচলিত রীতি বা নিয়ম। রাষ্ট্রের বা তার সরকারের কাজ হচ্ছে, যতক্ষণ না কোনো রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বে কিংবা এক নাগরিকের দ্বারা অন্য নাগরিকের বৈধ অধিকারে হস্তক্ষেপ হয়, প্রত্যেক নাগরিকের ও তার গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করা। সেটা নাগরিকের মানবাধিকার। এর জন্য আমরা সাধারণত যেটা করি, ধর্মসংক্রান্ত তর্ক থেকে দূরে থাকি।

আহমদিয়ারা নিজেদের বলেন, আহমদিয়া মুসলিম জামায়াত। কোনো কথা নেই, রাষ্ট্র, সরকার ও রাষ্ট্রের নাগরিকদের ওইভাবেই তাদের গ্রহণ করতে হবে, তার সঙ্গে আপনার, আমার বিশ্বাস বা ধারণা মিলল কি মিলল না সেটাকে ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও বুদ্ধির কোটরে গুপ্ত রাখতে হবে। *ধর্মের প্রধান চরিত্র বিশ্বাস, যুক্তি নয়। সেইভাবে ব্যাপারটাকে গ্রহণ করতে হবে।* এক বিশ্বাস ত্যাগ করে আর এক বিশ্বাস গ্রহণ করার, বিশ্বাস পরিবর্তনের বা ধর্মান্তরের অধিকার অবশ্য নাগরিকের আছে। আধুনিক গণতান্ত্রিক সকল রাষ্ট্রের সংবিধানে ধর্মের অধিকার ও এখতিয়ার সম্পর্কে এসব কথা লিপিবদ্ধ থাকে। বাংলাদেশের সংবিধানেও আছে। কেউ এখানে বলতে পারেন, বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধানে প্রথম থেকে না হলেও পরে যে যুক্ত হয়েছে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম? তাহলে ওইভাবে সব ধর্ম-সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রাধিকার কীভাবে সংরক্ষিত থাকবে? এর উত্তর, এটা অন্যায় কেবল নয়, রাষ্ট্রগতভাবে ছাড়া ধর্মগতভাবেও ভুল হয়েছে। এ বিষয়ে আলোচনা অনেক হয়েছে। এখানে আর নয়। কিন্তু আহমদিয়াদের নিয়ে বাংলাদেশে (বা অন্যখানে) যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সেটা ইসলাম ধর্মেরই মধ্যকার ধর্মগোষ্ঠীগত প্রশ্ন। কোনো বিশ্বজনীন প্রশ্ন নয়। অন্য ধর্মের নয়, একই ধর্মের কিছু মুসলমান বলছেন, ইসলাম ধর্মের একটি মৌলিক বিশ্বাস-বিরোধী বিশ্বাসের কারণে আহমদিয়ারা মুসলমান নন, সরকারকে এই ঘোষণা করতে হবে। এ দাবি যে ঠিক নয়, অন্য পক্ষের অধিকারসম্মত নয়, এ বিষয়ে দু-একটি কথা এখানে বলি।

পৃথিবীতে অনেক ধর্ম রয়েছে। মানব-সভ্যতার দীর্ঘ দীর্ঘ চলমান ইতিহাসজুড়ে অসংখ্য ধর্ম গড়ে উঠেছে। ধর্মের আদিম রূপগুলো ছিল প্রাগৈতিহাসিক সমাজে। কোনো ধর্ম লোপ পেয়েছে। কোনো ধর্ম সংগঠিত উন্নততর রূপ নিতে নিতে আজ পর্যন্ত টিকে আছে, তার রহস্য-কল্পনা, পাপ-পুণ্যের, জীবনমৃত্যুর, ইহ-পরকালের কৌতূহল, অসম্ভব ও সম্ভাব্যের বিশ্বাস ও অবিশ্বাস নিয়ে সমান টিকে আছে। এই বিশ্বাস, ফেইথ্, ঈমানই হচ্ছে ধর্মের শিরদাঁড়া।

ইসলাম ধর্মের কথা ধরুন। মুসলমানদের বিশ্বাস অনুযায়ী সৃষ্টির প্রথম মানব হজরত আদম আলাইহিসসালাম থেকে ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত ধর্মরূপে এ ইসলামের একটি মালাই যেন ক্রমবিকশিত রয়েছে, যার মধ্যে ইহুদি ধর্ম, খ্রিষ্টধর্মও আছে। এখন, কোনো কোনো ধর্মকে আপনি মহীরুহের সঙ্গে তুলনা করতে পারেন। তার বহু ডালপালা-পত্রপল্লব ছড়িয়ে যায়। পৃথিবীর সব বড় ধর্মই এরকম শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত কেবল নয়, বিভক্ত-উপবিভক্ত হয়েছে। যত বেশি অনুসারী, যতকাল ধরে তা রয়েছে পৃথিবীতে, তার শাখা-প্রশাখা হয়েছে তত বেশি। ইসলামও সেই রকমের একটি ধর্ম। খ্রিষ্টধর্ম সেই রকমের ধর্ম। হিন্দু ধর্মের কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। বলা হয়ে থাকে, মুসলমানরাই বলেন, ইসলাম ধর্ম বাহাত্তর ফেরকায় অর্থাৎ আলাদা আলাদা ভাগে বিভক্ত। ইসলাম ধর্মের 'আমল' অর্থাৎ ক্রিয়া-প্রক্রিয়াও সেই রকম বিভক্ত। এ বিভাগ ও উপ-বিভাগগুলোর যদি পরিচয় দিতে যাই সে ব্যাপক ব্যাপার হবে। তার দরকার নেই। যে আহমদিয়া ধর্ম সম্প্রদায় বা ধর্মগোষ্ঠীকে নিয়ে বাংলাদেশে দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিবাদ ও অশান্তি মাথা তুলেছে, বড় ধর্মের এ সেই বহু বিভাগের একটি। 'বাংলা বিশ্বকোষ' অনুযায়ী আহমদিয়ারা আল্লাহর এবং মহানবীর (সাঃ) নবুয়তের ওপর বিশ্বাসী। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর আহমদিয়ারা ভারতীয় পাঞ্জাব থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবে চলে গিয়ে বসতি করেন। আহমদিয়ারাও পরে ভাগ হয়ে যান। আহমদিয়া নন এমন ইমামের পিছে তারা নামাজ পড়েন।

এই যে বিভিন্ন ফেরকাকে নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে কলহ, আমি আমার সারা জীবন ধরে এ জিনিস দেখছি। যেহেতু এটা ধর্মের বিশ্বাসকে নিয়ে প্রশ্ন, যুক্তির মাধ্যমে ফয়সালার প্রশ্ন নয়, তাই এ কলহ বাধলেই যে কথাটা মুসলিম মানবকল্যাণবাদীরা বলছেন, আল্লাহই এর মীমাংসা দেবেন, এক ফেরকার বিচারে অন্য ফেরকার হাত দেওয়ার দরকার নেই। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের এ বিবাদ, হিংসা-হানাহানি তো কেবল আহমদিয়াদের নিয়ে নয়। শিয়া মুসলমানদের ইসলাম তো সুন্নি মুসলমানদের থেকে আরো বেশি ভিন্ন। শিয়াদের নিয়ে পাকিস্তানে ও অন্যখানে যে হানাহানি চলছে তা কি সমর্থন করা যায়? কী নিষ্ঠুর অনাচার সেগুলো ধর্মেরই নামে। ধরুন, আহমদিয়ারা মুসলমান নন এ অন্যায় দাবি যদি মেনে নেওয়া হয়, বাংলাদেশে যে ক্ষুদ্র শিয়া সংখ্যালঘুরা আছেন তাদের একাধিক মসজিদ আছে, তাদের ব্যাপারেও সেই অবিবেচক দাবি এরপর উঠবে না কে বলতে পারে? এর তো শেষ থাকবে না। বর্তমান বিএনপি সরকারের শরিক জামায়াতে ইসলামীর আমির ও মন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী বলেছেন, আহমদিয়ারা মুসলমান নন, এ দাবি তারা সমর্থন করেন। কিন্তু তার আন্দোলনটাকে তারা সমর্থন করেন না। শরিয়তি ইসলাম ও সুফিবাদী ইসলামের মধ্যেও কম বিবাদ নেই। আবার শরিয়তি ইসলামের আহলে-হাদিস থেকে চার ইমামের মজহাবি ইসলাম আলাদা। আমি বলি না বর্তমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বর্তমান আহমদিয়াবিরোধী আন্দোলন সমর্থন করেন বা আহমদিয়াবিরোধীদের দাবিটি মেনে নিয়ে তারা বলেছেন, আহমদিয়ারা মুসলমান নন। কিন্তু দেরি না করে সরকারের স্পষ্টভাবে এ সংক্রান্ত নীতিটি নির্ধারণ করে জাতির সামনে তুলে ধরা দরকার। ওই নীতিটি হওয়া দরকার কোনো ধর্মের বা ধর্মগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কোনো ধর্মের বা ধর্মগোষ্ঠীর ধর্মীয় আন্দোলন চলবে না। যার যার ধর্ম তার তার কাছে। আমি জানি, সরকারের এ পদক্ষেপকে দেশের বেশির ভাগ মুসলমান সমর্থন করবেন।

কিন্তু আমি যে বড় মুখ করে বললাম, সরকার ওই আহমদিয়াবিরোধী দাবি, আন্দোলন, নাশকতা সমর্থন করেন না, কিন্তু তার প্রমাণ কই? আহমদিয়া জামায়াতের বইপত্রগুলো নিষিদ্ধ করা হলো কেন? কাদের ইচ্ছায় ওই অপব্যবস্থাটি হলো সে তো সবাই দেখতে পাচ্ছেন। একটা ধর্মগোষ্ঠী থাকবে, তাদের বইপত্র থাকবে না? এ তো সেই কণ্ঠরোধ যা আমাদের সংবিধানবিরোধী, মানবাধিকারবিরোধী। চারদিক থেকে এর আপত্তি ও প্রতিবাদ হচ্ছে। কণ্ঠরোধ অসভ্য আচরণ। সম্ভবত এর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে আদালতে মামলা হয়েছে। মত প্রকাশকে ভয় করেন কারা? যারা হেরে যান। যারা হারেন তারাই সন্ত্রাসকে অবলম্বন করেন। ঢাকায় আহমদিয়াদের একটি মসজিদে যারা আগুন দিয়েছেন তারা এর তাৎপর্য বোঝেননি। আজকের এ দিশাহীন অন্ধ সংকটে জর্জরিত এ আমাদের প্রিয়, কিন্তু অসহায় পৃথিবীটার দিকে চোখে কোনো রকমের ঠুলি না দিয়ে যদি খোলা চোখে তাকান, তাহলে এর তাৎপর্য তারা বুঝতেন। যুদ্ধে উন্মত্ত পৃথিবী আজও ঘুরছে সেই এক সূর্যের চারদিকে। এরকম সূর্য আরো আছে, এরকম একটা মানুষের পৃথিবী তো আর নেই। সবচেয়ে বেশি ধর্ম তো আমরাই করি এ দক্ষিণ এশিয়ায়। তাহলে এখানেই সবচেয়ে বেশি অশান্তি কেন? ধর্ম আছে

সবচেয়ে বেশি। কিন্তু শান্তি নেই। এক ধর্মগোষ্ঠী যখন অন্য ধর্মগোষ্ঠীর ওপর জুলুম করে ধর্মেরই অজুহাতে, তার ক্ষমা নেই।

বশীর আল্‌হেলাল : কথাসাহিত্যিক।

Source: http://www.prothom-alo.net/newhtmlnews1/category.php?CategoryID=4&Date=2004-01-18